প্রশ্ন এবং উত্তর সেশন:
প্রশ্নোত্তর ৩০৬, বিশুদ্ধতা এবং ত্যাগের উপর

নিচের প্রশ্নোত্তরে অধ্যাপক অনিল কুমারের বই সত্যোপনিষদ ১ম খণ্ডের উদ্ধৃতি রয়েছে, যা ৯৮ থেকে ১০৩ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

ওম শ্রী সাই রাম

প্রশান্তি সন্দেশে, প্রশ্নোত্তর পর্ব

স্বামী, আপনার প্রতিষ্ঠানে বা আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মী, ছাত্র, শিক্ষক, ভক্ত ও চিকিসক সর্বদা সাদা পোশাক পরেন। কেন? কারণ কি?

ভগবান: সাদা পোশাক পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। একটি বিশুদ্ধ সাদা কাপড় একটি পরিষ্কার আয়নার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদি ধুলো আয়নায় জড়ো হয় তবে আপনি আপনার প্রতিফলন পরিষ্কারভাবে দেখতে পারবেন না। তেমনি বুদ্ধিke যদি,একটি পরিষ্কার সাদা কাপড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবেই আপনি আপনার নিজের ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করতে পারবেন এবং আপনার বিচার বুদ্ধি দিয়ে তা সংশোধন করতে সক্ষম হবেন।

এখনকার দিনে তা দেখা যায়না। লোকেরা অন্যের ভুলগুলি পরিষ্কারভাবে দেখতে সক্ষম হয় এবং নিজের দোষ খুঁজে পায় না। আপনি যদি আপনার আয়নার সামনে দাঁড়ান তবে আপনি আপনার প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন; কিন্তু আপনি যদি অন্য মানুষের দিকে আয়না ঘুরিয়ে দেন, স্বাভাবিকভাবেই আপনি তার প্রতিফলন খুঁজে পাবেন। তাই না? একইভাবে, আপনার শরীর বা বুদ্ধির আয়না অন্যের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং এটি আপনাকে অন্যের ভুল দেখতে দেয়।

এমনকি সাদা পোশাকে সামান্যতম দাগ বা চিহ্নও খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আপনি যদি রঙিন পোশাক পরেন তবে আপনি ময়লা, কালো দাগ, চিহ্ন বা দাগ দেখতে পাবেন না। এটা ঠিক নয়! আপনি আপনার নিজের ময়লা আড়াল করবেন কেন?. আপnaar সেই ময়লাগুলি অবিলম্বে পরিষ্কার করা উচিত. আপনার মধ্যে ভাল বা খারাপ কিছুই থাকা উচিত নয়। আপনার নিজের মধ্যে খারাপটা ঝেড়ে ফেলা উচিত এবং অন্যদের সাথে ভাল ja tai ভাগ করা উচিত। কিন্তু কেউ কেউ শুধু ভালোটা নিজের কাছে রেখে খারাপটা অন্যের কাছে তুলে ধরে। এটা করা একেবারেই ঠিক নয়।

পরবর্তী প্রশ্ন: স্বামী, আমরা ধর্মীয়ভাবে মন্দির পরিদর্শন করি। আমরা মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রায় যাই। আমরা আমাদের আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় কাজগুলি চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের জীবনধারায় তার কোনো পরিবর্তন আনতে পারিনি। কেন এমন হল, স্বামী?

ভগবান: উপাসনা, তপস্যা, ধ্যান, ভজন ইত্যাদি হল পবিত্র ক্রিয়াকলাপ যা নিজের জীবনকে অর্থবহ, উদ্দেশ্যমূলক এবং দরকারী করে তোলে, কিন্তু এগুলি আধ্যাত্মিক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়না; এগুলি সমস্ত ভাল কাজ এবং এগুলি নিজেকে পবিত্র ভাবে সময় কাটাতে সহায়তা করে। আপনি আপনার মন দিয়ে যা করেন, (অহং, 'আমিত্ব বোধ') তা আধ্যাত্মিক হতে পারে না। প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথ হল আত্মাবিচার, আত্ম অনুসন্ধান।

অন্বেষকের জানা উচিত যে তিনি দেহ, মন বা বুদ্ধি, নন এবং তাঁর আত্মা, সময় ও স্থানের বাইরে। আত্মা কোন নাম, বা রূপ, নয়, যা দিয়ে তাকে এই ক্ষণস্থায়ী জগতে চিহ্নিত করা হয়। আত্মা শাশ্বত শুদ্ধ এবং অদ্বৈত। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা হল আত্মার সচেতনতা। ইনিই ব্রহ্ম, সেই দেবত্ব যা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিস্তৃত শাস্ত্র অনুসারে: একো বাসিসর্বভূতান্তরাত্মা সত্যকিাররে আধ্যাত্মিকতাই আপনাকে এই সচেতনতা অনুভব করতে পারে।

কিন্তু আপনি আধ্যাত্মিকতার নামে ধর্মচর্চার অনেকে রূপ খুঁজে পান। ভগবানকে দেওয়া প্রসাদ বা বলির খাবার আসলে ভক্তরা খায়। তারা এটি একটি ছবি বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে দেখায় এবং এর পুরোটা তারাই খায় (কুপুলু এবং মপেলু, তেলেগুতে) যদি ঈশ্বর সত্যিই শুরু করেন খাওয়া, তখন কেউ তাঁকে আর খাবার কিছু দেবে না।

সর্বদা মনে রাখবেন যে ত্যাগ, সাধনার সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম রূপ। আপনাকে আপনার সময়, অর্থ, সম্পদ এবং শক্তি ত্যাগ করতে হবে। আপনি অন্তত একটি তুলসী পাতা ঈশ্বরের পূজা করা উচিত. তাই, ত্যাগ আপনাকে অমরত্ব লাভ করাবে। ত্যাগ হল যোগব্যায়াম, আধ্যাত্মিক ব্যায়াম।

ভালবাসা নিজেকে ত্যাগ হিসাবে প্রকাশ করে। ত্যাগ ছাড়া ভালোবাসা অর্থহীন এবং সম্পূর্ণ স্বার্থপর। দেহের অনুভূতি বা শরীরের প্রতি আসক্তিকে ত্যাগ করতে হবে। আপনি নিজের দুষ্ট চিন্তা এবং খারাপ অনুভূতি বলি দিতে হবে. ত্যাগই তোমার প্রকৃত স্বভাব। ত্যাগ একটি স্বর্গীয় গুণ যা মানুষকে দান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আপনি ত্যাগ দ্বারা মহান এবং বিশেষ কিছু করছেন না. আপনি আপনার নিজের জন্য এটা করছেন.

একজন যোগী দেখলেন একটি গরু নদীতে জীবন সংগ্রাম করছে। তিনি গিয়ে উদ্ধার করেন। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কেন তুমি গরুকে বাঁচালে"? যোগী উত্তর দিলেন, "আমি আমার নিজের সুখের জন্য গরুটিকে বাঁচিয়েছি। আমি গরুর কষ্ট দেখতে পাইনা।" অনেকেই হয়তো সেই পথ পাড়ি দিয়ে গরুটিকে তার করুণ দুরবস্থায় লক্ষ্য করেছেন কিন্তু কেউ তাকে বাঁচানোর জন্য কিছু করেনি। তাই tyag korte para মানুষের জন্yo একটি সুযোগ।

ত্যাগ যেকোন বিধিনিষেধ এবং শর্তের ঊর্ধ্বে। একজন মা তার সন্তানের জন্য তার জীবন উসর্গ করতে প্রস্তুত। কেন? এটা শুধুমাত্র ভালবাসা যার জন্য সে আত্মত্যাগ করে. গাছ ফল উসর্গ করে যাতে তোমরা সেগুলো খেতে পার। কোন গাছ নিজের ফল নেয় না। নদী

প্রবাহিত হয় এবং আপনার তৃষ্ণা মেটাতে জল উসর্গ করে। goru দুধ দিয়ে আপনার সকলের পান করার জন্য এবং আপনার শরীরের লালন-পালনের জন্য এটি উসর্গ করে। তোমার শরীরও ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে! উপাসনা, ভজন এবং এই ধরনের অন্যান্য বাহ্যিক কাজ সেবা ও ত্যাগের চেয়ে কম।

যে হাত সেবা করে তারা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার চেয়ে পবিত্র। ভগবানের প্রতি ভালবাসা হল ভক্তি যাকে ত্যাগ হিসাবে প্রকাশ করতে হয়। ভালবাসা হল ত্যাগ। বলিদান হল প্রেমে যোগ, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার পথ। যজ্ঞ হল যোগ। এই বিশ্বাস হোক- ভক্তি ও অবিচলতা দৃঢ় ও গভীরে প্রোথিত হবে। জ্ঞানের পথের মাধ্যমে, যা আত্ম অনুসন্ধান, আত্মবিচারের দিকে এগিয়ে যান, ঈশ্বরকে অনুসরণ করুন এবং অনুভব করুন। বলা হয় জ্ঞানদেব তু কৈবল্যম, ত্যাগ থেকে প্রাপ্ত বাস্তব জ্ঞানই কৈবল্যম, মুক্তির একমাত্র উপায়। এটি মন এবং শরীরের দ্বারা সঞ্চালিত কার্যকলাপ অতিক্রম একটি প্রক্রিয়া. তাহলেই আপনি প্রত্যাশিত ফলাফল আনন্দ অর্জন করতে পারবেন।

সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ. পরের বার দেখা হবে স্বামীর আধ্যাত্মিক শিক্ষার সাথে। সাই রাম।